ভোরের কাগজ

JUN. 24 2002

নিয়ম লঙ্ঘন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান

বিশেষ মহলকে মোটা অংকের কাজ দেওয়াই উদ্দেশ্য?

শামীমা বিনতে রহমান : আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের সকল রীতিনীতি লঙ্ঘন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় দেড়শ কোটি টাকা মূল্যমানের ২৫ কোটি ২২ লাখ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ফর্ম সরবরাহের একটি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত অপটিক্যাল মার্ক রিডার বা ও এম আর ফর্ম নামক এই ফর্ম সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয় দরপত্র আহ্বান করে। গত ৯ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

নিয়ম লঙ্ঘন করে শিক্ষা

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই আন্তর্জাতিক দরপত্রের আহ্বান জানায়। আগামীকাল ২৫ জুন এই দরপত্র জমা দানের শেষ তারিখ।

দরপত্রের বিজ্ঞাপন, সরকারের গেজেট প্রকাশনা যাচাই করে দেখা গেছে, দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান, জমা দেওয়ার সময়সীমা এবং দরপত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের নিয়মনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারের প্রভাবশালী একটা অংশ এই বিশাল অঙ্কের কাজটি পায় সে জন্য সুপরিকল্পিতভাবে দরপত্র আহ্বানে এই অনিয়ম করা হয়েছে। এ বিষয়ে দরপত্রে স্বাক্ষরকারী শিক্ষা সচিব শহিদুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ঢাকার বাইরে থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, ও এম আর ফর্মের আন্তর্জাতিক দরপত্রে দুর্নীতি হয়েছে শুনতে পাচ্ছি। বিষয়টি দ্রুতই তদন্ত করে দেখা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত (মে, ১৯৯২) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের নিয়মনীতি এবং দরপত্রের শর্ত যাচাই করে দেখা গেছে প্রচুর অসঙ্গতি।

অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত (মে, ১৯৯২) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের নিয়মনীতির ১৫ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে দরপত্র আহ্বান প্রকাশের ন্যূনতম ৪৫ দিনের মধ্যে নমুনাসহ দরপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপনে জমাদানের সময়সীমা দেওয়া হয় মাত্র ১৬ দিন। আন্তর্জাতিক দরপত্রের আহ্বানের নিয়মে সুস্পষ্ট করে বলা আছে (১১:২-নীতিমালা) ইসরায়েল ছাড়া আর সকল দেশ দরপত্রে অংশ নিতে পারবে এবং সে জন্য ইসরায়েল ছাড়া বাংলাদেশস্থ সকল দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলো থেকে দরপত্র কেনা যাবে এবং জমা দেওয়া যাবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্যই নেই; কেনা এবং জমাদানের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা ভবনকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কাজের নমুনা হিসেবে ২০০ কপি জমা দেওয়ার একটি শর্ত নিয়মনীতিতে উল্লেখ থাকলেও— এটিও উপেক্ষা করেছে মন্ত্রণালয়। নিয়মনীতি লঙ্ঘনকারী এই দরপত্র আহ্বান নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরে কথা বলে জানা গেছে, দেশেরই প্রভাবশালী একটি অংশের ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্যই নিয়ম পালনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় পত্রিকায়।